প্রশ্নোত্তরে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭

সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৭ র বিশেষত্ব কি?	অসংগঠিত শ্রমিকদের বার্ধক্যজনিত দূর্দশা, উদ্‌বর্তন বা জীবন সংগ্রাম,শারীরিক অক্ষমতা ও অসমর্থতা, সন্তান প্রতিপালনের দায়দায়িত্ব, রোগনিরাময় এবং আরোগ্যলাভের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্ষম করে তোলার কথা মাথায় রেখে এবং এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাদের আয় সুনিশ্চিতকরতেসামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭ চালু হয়েছে।
কোন ধরনের অসংগঠিত শ্রমিকেরা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭ তে আবেদন করতে পারেন?	নিম্নে বর্ণিত যে কোন বেতনভোগী বা স্ব-নিযুক্ত অসংগঠিত শ্রমিকঃ ১) মোটরগাড়ি মেরামতের গ্যারেজ (যেখানে ২০জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে) , বেকারি বা রুটি তৈরির কারখানা (যেখানে ২০জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে), বিড়িপ্রস্তুত করা , নৌকা সঞ্চালন পরিষেবা, হাড় গুঁড়ো করার কারখানা, বই-খাতা বাঁধানো , পিতলের পণ্যদ্রব্য, কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ, চীনামাটি শিল্প, চলচ্চিত্র শিল্পক্ষেত্র, ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত নার্সিং হোম/ বেসরকারী হাসপাতাল, নারকেল ছোবড়া শিল্প, আদালত/ রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে প্রতিলিপি লেখার কাজ, কুটির/গ্রামীণ কুটির শিল্প (নৌকাপারাপার পরিষেবা, চুড়ি তৈরী, আতসবাজী প্রস্তুত করা, চাকি কল, ঘুড়িও ঘুড়ির কাঠি প্রস্তুত করা,মৃৎ শিল্প,ধান ভাঙা,সূচি শিল্প ও জরি - চিকনের কাজ), ডাল কল, মণ্ডপ নির্মাণ ও মঞ্চশয্যার কাজ, পাদুকা তৈরী করা (চামড়া, রবার, প্লাস্টিক), বনজএবং কাঠের কাজ, পোশাক তৈরী করা, হস্তচালিত তাঁতকল, হোসিয়ারি শিল্প, পান্থনিবাস এবং সাধারণ ভোজনালয়, আই সি ডি এস,আই পি পি-VIII এবং সি ইউ ডি পি- III, লোহা ঢালাইয়ের কারখানা, খাদি শিল্প, গালা শিল্প(যেখানে ২০জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে), চর্ম ও চর্মজাত পণ্য, বেকারিতে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের কাজে যুক্ত শ্রমিক বা লাইন্সম্যান, সিঙ্কোনা ব্যতীত অন্যান্য ভেষজ উদ্ভিদ, তেল কল , কাগজের বোর্ড এবং শুক্‌না খড়কুটার সাহায্যে বোর্ড নির্মাণ, প্লাস্টিক শিল্প, বিদ্যুৎ চালিত তাঁত শিল্প, ছাপাখানা, ধানঝাড়া যন্ত্র সহ ধানকল, রবার ও রবারজাত পণ্য, করাত কল, নিরাপত্তা প্রদানের কাজে নিয়োজিত সংস্থা, রেশমগুটির চাষ, দোকান (যেখানে ২০জনের কম কর্মী নিয়োজিত রয়েছে) ও সংস্থা (যেখানে ২০জনের কম কর্মী নিয়োজিত রয়েছে), সিল্ক স্ক্রীন ছাপাই, কসাইখানা, ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ক্ষুদ্র রাসায়নিক শিল্প, দর্জি শিল্প(যেখানে ২০ জনের কম কর্মী নিয়োজিত রয়েছে), টাইপরাইটারের সহায়তায় প্রতিলিপি প্রস্তুত করা ২) আমিন বা জমি সমীক্ষণকারী, আয়া/ হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে রোগীদের দ্বারা নিয়োজিত সেবক/ সেবিকা, ক্ষৌরকর্মী / রূপবিশারদ, ছুতোরমিস্ত্রী, মুচি / জুতা প্রস্তুতকারী, সাইকেল রিক্সা ও ভ্যান চালক, গৃহস্থালিরকাজে নিযুক্ত পরিচারক / পরিচারিকা, মৎস্যজীবী, সোনা ও রূপার গহনা প্রস্তুতকারী স্যাকরা, মাথায় বোঝা বহনকারী মুটে শ্রমিকএবং মাল বোঝাই/খালাসের কাজে যুক্ত শ্রমিক, প্রতিমা শিল্পী, রেলের ফেরিওয়ালা, সংবাদপত্র বিক্রেতা সহ রাস্তার ফেরিওয়ালা, জঞ্জাল কুড়ানোর কাজে যুক্ত ব্যক্তি, বেসরকারী সংস্থা (NGO) এবং স্ব নিযুক্ত শ্রম সংগঠক (SLO) সহ রাজ্য সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ কল্যাণ প্রকল্পে যাঁরা কর্মরত আছেন।. এবং নির্মান ও পরিবহন শিল্পে কর্মরত শ্রমিক।
নথিভুক্ত হতে গেলে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কি কি?	• তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে। • তাঁর বয়স ১৮-৬০ এর মধ্যে হতে হবে। • পারিবারিক উপার্জন মাসে ৬,৫০০/- টাকার কম। নির্মাণকর্মী এবং পরিবহনকর্মীদের জন্য আয়েরএই উর্ধ্বসীমা নেই।
কিভাবে একজন শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-২০১৭ তে নথিভুক্ত হবার জন্য আবেদন করবেন ?	আবেদনকারী ফর্ম-১ এর মাধ্যমে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (Registering Authority) কাছে নিজে অন লাইনেই ssy.wblabour.gov.inএর মাধ্যমে

	দরখাস্ত করতে পারেন অথবা প্রয়োজন হলে গ্রাম পঞ্চায়েতে স্ব-নিযুক্ত শ্রম সংগঠকদের (SLOs) সহায়তা বিনামুল্যে নিতে পারেন অথবা নিজের খরচে তথ্য মিত্র কেন্দ্রের সাহায্য নিতে পারেন।	
একজন শ্রমিককে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য কোথায় যেতে হবে?	একজন শ্রমিক যে কোন জায়গা থেকে অন-লাইনে নথিভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্ব-নিযুক্ত শ্রম সংগঠকদের (SLOs) সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে ব্লক/ পৌরসভা স্তরে LWFCতে বা মহকুমা/জেলা স্তরে আঞ্চলিক শ্রম কার্য্যালয়ে (RLOs) যোগাযোগ করতে পারেন।	
উপভোক্তাকে ভবিষ্যনিধির সুবিধা পেতে গেলে কত টাকা দিতে হবে?	প্রতি মাসে ২৫ টাকা। রাজ্য সরকারের অনুদান মাসিক ৩০ টাকা।	
উপভোক্তা কি একসাথে একবছরের প্রদেয় অর্থ জমা দিতে পারে?	হ্যাঁ, তবে শুধুমাত্র সেই আর্থিক বছরের জন্য সর্বাধিক ৩০০ টাকা জমা দেওয়া যাবে। পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য কোন বকেয়া বা অগ্রিম দেওয়া যাবে না।	
উপভোক্তার হয়ে কি অন্য কেউ টাকা জমা দিতে পারে?	হ্যাঁ।	
এই যোজনায় প্রাপ্য সুযোগসুবিধা গুলি কিকি?	ভবিষ্যনিধিঃ	১৮ বছরে কেউ নথিভুক্ত হলে মেয়াদ পূর্তিতে উপভোক্তা প্রায় ২ লক্ষ টাকা ফেরত পেতে পারেন।
	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যানঃ	• সাধারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে -বাৎসরিক সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা • শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে - বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৬০,০০০/- টাকা (চিকিৎসা হতে হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কীম -২০০৮ এর অধীনে) • দুর্ঘটনা জনিত কারণে একজন উপভোক্তার কর্মদিবস নষ্ট হলে, ঐ উপভোক্তাকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হবে।
	মৃত্যু ও শারীরিক অসমর্থ্যতা	মৃত্যু • দুর্ঘটনারকারণেমৃত্যুহলে ২ লক্ষটাকাপ্রদান • স্বাভাবিক মৃত্যুতে৫০ হাজারটাকাপ্রদান, শারীরিকঅসমর্থ্যতা • উপভোক্তার ন্যূনতম ৪০% শারীরিক অসামর্থ্যতা থাকলে ৫০ হাজার টাকা প্রদান। • উপভোক্তার দুর্ঘটনাজনিত কারনে দু'টি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি হারালে, অথবা দু'টি হাতের কর্মক্ষমতা , অথবা দু'টি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। উপভোক্তার দুর্ঘটনাজনিত কারনে একটি চোখের দৃষ্টি শক্তি হারালে, অথবা একটি হাতের কর্মক্ষমতা, অথবা একটি পায়ের চলচ্ছক্তি হারালে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ

		দেওয়া হবে।
	শিক্ষাঃ	নথিভুক্ত শ্রমিকের সর্বাধিক দুটি সন্তানের শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। • একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ৪ হাজার টাকা • দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ৫ হাজার টাকা • আই.টি.আই.'তে প্রশিক্ষণরত– বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা • স্নাতক স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বানিজ্য) বাৎসরিক ৬ হাজার টাকা • স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত (কলা/বিজ্ঞান/বানিজ্য) বাৎসরিক ১০হাজার টাকা • পলিটেকনিকে পাঠরত বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা • ডাক্তারি/ ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত বাৎসরিক ৩০ হাজার টাকা • উপভোক্তাদের দুটি কন্যাসন্তান এর স্নাতকস্তর পর্যন্ত পড়াশুনা শেষ করার জন্য প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এইসুবিধা ঐ কন্যা দের পড়াশুনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে তবেই প্রদান করা হবে। **দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ :** উপভোক্তা এবং/ অথবা তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ব্যবসা-বানিজ্য এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তারা বিকল্প অর্থনৈতিক কাজ-কারবার, মূলত স্বনিযুক্তিতে সমর্থ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কীল ডেভেলপমেন্ট থেকে নিখরচায় তারা এই প্রশিক্ষণ পেতে পারেন।
উপভোক্তা কিভাবে এই সুযোগ সুবিধাগুলি পাবেন?	সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পেতে উপভোক্তা সামাজিক সুরক্ষা যোজনা বিধি ও অধিনিয়ম -২০১৭ তে বর্ণিত ফর্ম-৫ এ আবেদন করবেন ব্লক/ পৌরসভা স্তরে LWFCতে বা মহকুমা/জেলা স্তরে আঞ্চলিক শ্রম কার্য্যালয়ে (RLOs)নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (Registering Authority) অর্থাৎ ইন্সপেক্টর এর কাছে।	
উপভোক্তা এই যোজনায় সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করলে অন্য কোন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অধিকার থেকে কি বঞ্চিত হবেন ?	হ্যাঁ। তিনি অন্যান্য স্কিম থেকে অনুরূপ সুবিধা দাবি করতে পারবেন না। উদাহরণস্বরূপ, যদি তিনি SSY এর অধীনে শিক্ষাসংক্রান্ত কোন সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি অন্য কোন সরকারি স্কিম থেকে অনুরূপ শিক্ষাসংক্রান্তসুবিধা দাবি করতে পারবেন না।	
মাসিক চাঁদা অনিয়মিত হলে কি হবে?	১) যদি উপভোক্তা এই যোজনায় আর যুক্ত না থাকতে চান তখন তাঁর অনুকুলে মোট জমা অর্থ (অর্থাৎ নিজের জমা দেওয়া টাকা, সরকারি অনুদান	

	ও নির্ধারিত সুদ সমেত) হিসেব করে ফাইনাল পেমেন্ট করে দেওয়া যাবে তবে এক্ষেত্রে নথিভুক্ত হয়ে অন্ততঃ তিন বছর থাকতে হবে। ২) পরপর তিনটি আর্থিক বছর প্রদেয় চাঁদা না দিলে উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তবে উপযুক্ত গ্রহনযোগ্য কারন দেখিয়ে সহকারী শ্রম মহাধ্যক্ষ্যের (Assistant Labour Commissioner) নিকট আবেদন করলে এই ধরনের বন্ধ হয়ে যাওয়া অ্যাকাউন্টও চলতি আর্থিক বছর থেকে পুনরায় চালু করা সম্ভব, এক্ষেত্রে কোন বকেয়া চাঁদা দেওয়া যাবে না।